দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

পরীক্ষার হলরুম সংকটে পিএসসি

বিসিএসের দীর্ঘসূত্রতা কমাতে নানা উদ্যোগ

ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পরীক্ষায় ডিজিটাল ছোঁয়া

■ সাইদুর রহমান

পরীক্ষার দীর্ঘসূত্রতা শূন্যে নামিয়ে আনতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আগামী ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা স্বল্পসময়ে সম্পন্ন করার টার্গেট করেছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। যদিও পরীক্ষার হল রুম সংকট ও পুনঃখাতা মূল্যায়ন বিসিএসের দীর্ঘসূত্রতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। দীর্ঘসূত্রতা কমানোর অংশ হিসেবে প্রতিটি পরীক্ষায় ডিজিটাল ছোঁয়ায় সফলতা পাচ্ছে কমিশন। আলাদাভাবে নন-ক্যাডার পরীক্ষা না নিয়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষার মাধ্যমে নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নিয়োগের সুপারিশ চায় কমিশন। এছাড়া আগামীতে বিসিএস লিখিত পরীক্ষার নম্বর কমানোর পাশাপাশি ঐচ্ছিক বিষয়ে পরীক্ষা বাতিল করা যায় কি না— সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে।

এসব বিষয়ে পিএসসির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক ইত্তেফাককে বলেন, প্রযুক্তির কল্যাণে এখন স্বল্প সময়ে আমরা পিএসসির অধীন যে কোনো পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে পারছি। আমাদের লক্ষ্য দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে শূন্যে নামানো। ইতোমধ্যে আমরা সফলও হয়েছি। প্রতিটি বিসিএস স্বল্প সময়ের মধ্যে শেষ করতে চাই। কিন্তু পিএসসির নিজস্ব হলরুম না থাকার কারণে পরীক্ষা গ্রহণে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে।

দীর্ঘসূত্রতার কারণ হিসেবে পিএসসির সংশ্লিষ্টরা বলেন, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শেষে লিখিত পরীক্ষা তারপর মৌখিক— এই তিনটি ধাপ শেষে বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করে পিএসসি। কিন্তু একটি বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় কমপক্ষে আড়াই লাখ পরীক্ষার্থী অংশ নেন। এত বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর জন্য অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার হলরুমের ওপর নির্ভর করতে হয় পিএসসির। তাছাড়া এইচএসসি, এসএসসি, সমাপনী পরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সময়সূচি মিলিয়ে বিসিএস পরীক্ষার সময় নির্ধারণ করতে হয়। পিএসসির নিজস্ব হলরুম না থাকার কারণে অন্য প্রতিষ্ঠানের ওপর অনেকাংশ নির্ভর করতে গিয়ে সময়ক্ষেপণ হচ্ছে। হলরুম নিয়ে সংকট দেখা দেয় সর্বশেষ ৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময়। গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ছিল। একইদিনে দুটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় হলরুম নিয়ে সংকট তৈরি হয়। পিএসসির চেয়ারম্যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করেন। রাজধানীর টিকাটুলির সেন্ট্রাল উইমেন ইউনিভার্সিটি এবং লালমাটিয়া মহিলা কলেজ কেন্দ্র দুটি বিসিএস পরীক্ষার জন্য ছেড়ে দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পিএসসির একজন সদস্য জানিয়েছেন, পিএসসি ইচ্ছা করলেই বিসিএসের পরীক্ষা যে কোনো সময় নেয়া সম্ভব হয় না। বিভিন্ন পরীক্ষার সময়সূচি বিবেচনা করে পরীক্ষা সময় নির্ধারণ করতে হয়। এছাড়া আগামীতে বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার খাতা দ্বিতীয়বার মূল্যায়ন করা হবে। এসব কারণে কিছু সময় লাগছে।

২৮তম থেকে ৩৫তম পর্যন্ত মোট ৮টি বিসিএস পরীক্ষা সম্পন্নের এক পরিসংখ্যানে সবচেয়ে বেশি ২৯ মাস সময় লেগেছিল ৩৪তম বিসিএসে। এরপর ২৮ মাস সময় লাগে ২৮তম বিসিএসে। ২৯তম বিসিএসে ২৪ মাস, ৩০তম বিসিএসে ১৮ মাস, ৩১তম বিসিএসে ১৬ মাস, ৩২তম (বিশেষ) বিসিএসে ১৪ মাস, ৩৩তম বিসিএসে ১৯ মাস এবং ৩৫তম বিসিএস সম্পন্ন করতে ১৭ মাস সময় লেগেছে। ৩৬ ও ৩৭তম বিসিএস যতদ্রুত সম্ভব শেষ করতে চায় পিএসসি। এজন্য বিসিএস পরীক্ষায় ক্যাডার ডিস্ট্রিবিউশন সফটওয়্যার (ক্যাডস) উদ্ভাবন করেছে পিএসসি। চলমান ৩৬ ও ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা থেকে এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। মূলত দীর্ঘসূত্রতা কমানোর অংশ হিসেবে এই প্রযুক্তির ব্যবহার বলে মত পিএসসির সংশ্লিষ্টদের। এছাড়া নন-ক্যাডার পরীক্ষায় ইতোমধ্যে সার্চ ইঞ্জিন নামে একটি সফটওয়্যার আবিষ্কার করে সফলতা পেয়েছে কমিশন। বিভিন্ন নন-ক্যাডার পরীক্ষার ফল মাত্র ৩ থেকে ৫ মাসের মধ্যে প্রকাশ করাও সম্ভব হয়েছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর